কলকাতা উচ্চ আদালত
দেওয়ানী পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ -
মাননীয় বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী

২০১৮ সালের সি ও. ৩০৭২
সঙ্গে
২০২৩ সালের ক্যান ১

দেবব্রত মণ্ডল ও অন্যান্যরা

বনাম

পীযূষ ব্যানার্জি এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের জন্য — শ্রী সুপ্রতিম লাহা
শ্রী সুমন্ত বিশ্বাস
শ্রী বিকাশ শাও

বিপরীত পক্ষের জন্যঃ — শ্রী অমল কুমার মুখার্জি
শ্রীমতী তিথি মজুমদার
শ্রীমতী অনিন্দিতা বানজি
শ্রী সংক্রিতো রায়
শ্রী ওয়াসিম আখতার দফাদার
শ্রী পলাশ কান্তি চক্রবর্তী

শেষবার শুনানি — ০৮.০৯.২০২৩

রায়- — **০৬.১০.২০২৩**

বিশ্বরূপ চৌধুরী, বিচারপতি-

এই আদালতের আবেদনকারীরা 'টাইটেল স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা এবং বিক্রয় দলিল বাতিলের' মামলায় বিবাদী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অবস্থিত বিজ্ঞ দ্বিতীয় দেওয়ানী জজ বরিষ্ঠ ডিভিশন কর্তৃক প্রদত্ত ৩১.০৭.২০১৮ তারিখের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ। ২০১৭ সালের ১২৪ নং টাইটেল মামলা।

আবেদনকারী/বিবাদীদের মামলা এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে: বাদী/বিবাদী পক্ষ শিরোনাম ঘোষণার জন্য একটি মামলা দায়ের করেছে, বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণার শিরোনাম দ্বিতীয় দেওয়ানী জজ বরিষ্ঠ ডিভিশনের সামনে বিবাদী/পিটিশনকারীদের বিরুদ্ধে বিক্রয় দলিলের স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং বাতিলকরণ ২০১৭ সালের ২০১৭ সালের টাইটেল স্যুট নং ১২৪ নিম্নোক্ত ত্রাণগুলির জন্য প্রার্থনা করছে:-

ক) বাদীর পরম অধিকার ঘোষণার পরে, স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা সম্পত্তির ডিক্রি সম্পর্কিত মালিকানা সুদ যে কোনও উপায়ে বাদীর শান্তিপূর্ণ দখল নিয়ে বিবাদীদের বিরক্ত করা থেকে বিরত রাখে।

খ) ২০১২ সালের ২৪৯২ নং দলিল হিসাবে ২৮.০৩.২০১২ তারিখের বিক্রয় দলিল বাতিল করার জন্য ডিক্রি।

গ) খরচ।

ঘ) এই ধরনের অন্যান্য ত্রাণ/ত্রাণগুলি যা বাদীরা পাওয়ার অধিকারী।

আবেদনকারী/বিবাদীরা কারখানার কাছে লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছেন। মামলার সাথে সম্পর্কিত বাদী দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর সাথে পঠিত আদেশ XXXIX বিধি ১ এবং ২ এর অধীনে একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশের জন্য আবেদন করেছেন

মামলার সম্পত্তি থেকে বাদীদেরকে বেদখল করা এবং মামলার সম্পত্তির প্রকৃতি ও চরিত্র পরিবর্তন করা থেকে বিরত রাখা এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মামলার সম্পত্তিতে বাদীর দখলকে বিঘ্নিত করা থেকে বিরত রাখা। আবেদনকারীরা দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা 151 সহ পঠিত আদেশ XXXIX, বিধি 1 এবং 2 এর অধীনে আবেদনের বিরুদ্ধে তাদের লিখিত আপত্তি যথাযথভাবে দাখিল করেছেন। 2রা ডিসেম্বর, 2014 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মামলার পক্ষগুলিকে মামলার সম্পত্তির প্রকৃতি, চরিত্র এবং দখলের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে, উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন স্থিতাবস্থার আদেশ সময়ে সময়ে বাড়ানো হয় এবং পরিণামে ৬ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখে নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত অন্যান্য বিষয়ের সাথে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মামলার পক্ষগুলিকে মামলার প্রকৃতি, চরিত্র এবং সম্পত্তির দখল বিবেচনা করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিতে পেরে আনন্দিত হন। বিবাদী/আবেদনকারীরা নিষেধাজ্ঞা আবেদনের বিরোধিতায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তারা সময়মতো তাদের লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে পারেননি, তাই ২৯.০৪.২০১৫ তারিখে, নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত একটি আদেশ জারি করে সন্তুষ্ট হন যে মামলাটি বিবাদীদের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে চলবে। পরবর্তীতে, ২৫.০৫.২০১৬ তারিখে, বিবাদী/আবেদনকারীরা মামলার একতরফা কার্যক্রমের আদেশ বাতিলের জন্য আবেদন করেন এবং খরচসহ তা মঞ্জুর করা হয়। ২১.০৮.২০১৫ তারিখে আবেদনকারী/

/ বিবাদীরা মামলায় লিখিত বিবৃতি দাখিল করে অভিযোগপত্রে করা বস্তুগত অভিযোগ অস্বীকার করে। এরপরে আবেদনকারী/বিবাদীরা বিজ্ঞ কোর্টের সামনে লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদন করেছিলেন যার নীচে বাদী/বিরোধী পক্ষগুলি লিখিত বিবৃতিতে (দ্বারা দায়ের করা) এই ধরনের প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিরুদ্ধে আপত্তি দায়ের করেছিল বিবাদী/আবেদনকারী।

২০১৭ সালের ১২৪ নম্বর টাইটেল মামলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের বিজ্ঞ দ্বিতীয় দেওয়ানী জজ বরিষ্ঠ ডিভিশন কর্তৃক প্রদত্ত ৩১.০৭.২০১৮ তারিখের আদেশ অনুসারে আবেদনকারী/বিবাদীদের দ্বারা দায়ের করা সংশোধনের আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদন খারিজ করে দেওয়া বিজ্ঞ বিচারের আদেশে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারীরা ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তাৎক্ষণিক আবেদন করেছেন। আবেদনকারীদের যুক্তি হল যে, নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত লিখিত বিবৃতির অনুচ্ছেদ ৮-এ বাদীর মামলাটি বিবাদীদের দ্বারা স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমে তথ্য এবং/অথবা আইনগতভাবে ভুল করেছেন। আবেদনকারী আরও যুক্তি দিয়েছেন যে, নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত এই সিদ্ধান্তে ভুল করেছেন যে, সংশোধনের মাধ্যমে, আবেদনকারীরা তাদের লিখিত বিবৃতিতে স্বীকার করা স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করছেন। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত এই সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে,

করতে ব্যর্থ হয়েছে উপলব্ধি করে যে তাদের লিখিত বিবৃতিতে বিবাদীরা বাদীদের দ্বারা করা সমস্ত দাবি অস্বীকার করেছে এবং বিতর্ক করেছে এবং বিবাদী/আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে কোনও স্বীকারোক্তি ছিল না।

আবেদনকারীর পক্ষে শুনিত বিদ্বান উকিল এবং বিপরীত পক্ষের পক্ষে বিদ্বান উকিল দায়ের করা পিটিশন এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন। আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান উকিল জমা দিয়েছেন যে বিদ্বান বিচারক বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে লিখিত বিবৃতিতে কোথাও বিবাদী/আবেদনকারী বাদীর দাবি স্বীকার করেননি। বিদ্বান উকিল আরও জমা দিয়েছেন যে লিখিত বিবৃতিটি যদি সামগ্রিকভাবে পড়া হয় তবে তা প্রতিফলিত করবে না যে বিবাদী বাদীর সেই দাবি স্বীকার করেছে। আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

বলদেব সিং ও অন্যান্যরা

বনাম

মোনহর সিং ও আরেকজন

রিপোর্ট করা হয়েছে (২০০৬) ৬ এস. সি. সি ৪৯৮

বিরোধী পক্ষ/বাদিপক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, সংশোধনীর মাধ্যমে বিবাদী/আবেদনকারীরা একটি নতুন মামলা দাখিল করার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে, এই মামলায় পক্ষগুলির আচরণ বিবেচনা করা উচিত। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সংশোধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায্য ছিল।

মামলার যোগ্যতা এবং নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বৈধতা বিবেচনা করার আগে, প্রথমেই দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ VI বিধি ১৭-এ প্রদত্ত সংশোধন সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ VI বিধি ১৭ নিম্নরূপ প্রদান করে:-

"আদালত মামলার যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো পক্ষকে তার যুক্তি পরিবর্তন বা সংশোধন করার অনুমতি দিতে পারে, যথাসম্ভব ন্যায্য পদ্ধতিতে এবং শর্তাবলীতে, এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের প্রকৃত প্রশ্নগুলি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় সকল সংশোধনী করা হবে।"

তবে শর্ত থাকে যে, বিচার শুরু হওয়ার পর সংশোধনের জন্য কোনও আবেদন অনুমোদিত হবে না যদি না আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে যথাযথ সতর্কতা সত্ত্বেও পক্ষটি বিচার শুরুর আগে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারেনি।

এই মামলায় এটি স্বীকৃত অবস্থান যে সংশোধনের আবেদন করার সময় বিচার শুরু হয়নি। তবে, বিপরীত পক্ষের পক্ষ থেকে একটি যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে, এই ধরণের সংশোধনীর মাধ্যমে আবেদনকারী/বিবাদীরা লিখিত বিবৃতির অনুচ্ছেদ-৮-এ ইতিমধ্যেই দেওয়া তাদের স্বীকারোক্তি অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন, তাই অনুচ্ছেদ-৮, প্রস্তাবিত সংশোধনী এবং কিছু বিচারিক সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা প্রয়োজন।

লিখিত বিবৃতির অনুচ্ছেদ-৮ নিম্নরূপ প্রদান করেঃ-

৮. আপনার আবেদনকারীর দাবি, মামলার ৩ নং অনুচ্ছেদে দেওয়া বিবৃতির ক্ষেত্রে, আপনার আবেদনকারী বলেছেন যে, মামলায় দেওয়া বিবৃতিগুলি সঠিক নয়, যদি না ০২.০৩.১৯৫৯ তারিখের বিক্রয় দলিল অনুসারে বলা হয়েছে যে, পাচা হালদার এবং অনুকুল কায়াল মামলার সম্পত্তি অনিতা দেবীর অনুকূলে হস্তান্তর করেন, যিনি সুপ্রভা ব্যানার্জির বেনামদার ছিলেন। আপনার আবেদনকারী বলেছেন যে মামলার সম্পত্তি ক্রয়ের সময়, বিবাদী অনিতা দেবী এবং আইনগত উত্তরাধিকারী অর্থাৎ এখানে বিক্রেতার কাছ থেকে কিছু তথ্য এবং নথি সংগ্রহ করেছিলেন। রায়ের প্রত্যয়িত কপি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীমতি সুপ্রভা ব্যানার্জি অর্থাৎ বাদীর মা ১ থেকে ৫ নম্বর মামলায় পূর্বে মদন চন্দ্র হালদার এবং রতন চন্দ্র হালদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন, তারা উভয়েই মালিকানা ঘোষণা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য প্রতিকারের জন্য দায়ের করা মামলার মূল মালিক পাচা হালদারের আইনগত উত্তরাধিকারী। মামলাটি মালিকানাধীন। ১৯৯২ সালের মামলা নং ৩৫২ ৩০.১১.১৯৯৩ তারিখে বারুইপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফের সামনে এবং তারপরে শ্রীমতি সুপ্রভা ব্যানার্জি-অর্থাৎ বাদীর মা নং ১ থেকে ৫ পর্যন্ত আপিল করতে চেয়েছিলেন। তিনি ৩০.১১.১৯৯৩ তারিখে কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টের সামনে রায় এবং ডিক্রি দ্বারা সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট ছিলেন। ১৯৯৯ সালের এস.এ. নং ১০৭ এবং উক্ত আপিলটিও খারিজ হয়ে গিয়েছিল। মাননীয় উচ্চ আদালত বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে গ্রহণ করেছেন বলে রায় দিয়েছেন বলে মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং মামলাটি ধারা ৪ (১) দ্বারা প্রভাবিত

বেনামি লেনদেন (সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকার নিষিদ্ধকরণ) আইন, ১৯৮৮। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে সুপ্রভা ব্যানার্জি অর্থাৎ বাদীর মা ১ থেকে ৫ নম্বর মামলার সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক ছিলেন না এবং বাদীদের মামলার সম্পত্তির উপর তাৎক্ষণিক মামলা দায়ের করার কোনও অধিকার নেই।

প্রস্তাবিত সংশোধনীটি দ্বারা করার চেষ্টা করা হয়েছিল আবেদনকারী/বিবাদীরা দ্বারা তার নিম্নরূপঃ-

লিখিত বিবৃতিতে প্রস্তাবিত সংশোধনী

"১. বিবাদীর লিখিত বিবৃতি নং ১, ২ এবং ৩ এর অনুচ্ছেদ নং ৮ সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা হবে এবং নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ এবং উপ-অনুচ্ছেদগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে, যা সামগ্রিকভাবে অনুচ্ছেদ ৮ গঠন করবে:-"

" ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিবৃতির প্রেক্ষিতে, বিবাদীরা স্পষ্টভাবে এতে উত্থাপিত প্রতিটি অভিযোগ অস্বীকার করে এবং বিতর্ক করে, শুধুমাত্র এই তথ্য ব্যতীত যে, ১৯৫৯ সালের ২রা মার্চ তারিখের একটি নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিলের মাধ্যমে, মামলার সম্পত্তি জনৈক পাচা হালদার (মৃত) শ্রীমতী অনিতা দেবীর (মৃত) অনুকূলে হস্তান্তর করেছিলেন। এটি অস্বীকার করা হচ্ছে এবং বিতর্কিত যে অনিতা দেবী (মৃত) শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জীর (মৃত) বেনামদার ছিলেন, যেমনটি অভিযোগ করা হয়েছে বা আদৌ। এটি অস্বীকার করা হচ্ছে এবং বিতর্কিত যে উক্ত বিক্রয় দলিলের জন্য অর্থ শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জী (মৃত) দ্বারা, যেমনটি অভিযোগ করা হয়েছে বা আদৌ প্রদান করা হয়েছে ।

এটি অস্বীকার এবং বিতর্কিত যে শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃত ব্যক্তি) উক্ত দলিলের বিক্রেতার কাছ থেকে মামলা সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করেছিলেন, যেমনটি অভিযোগ করা হয়েছে বা আদৌ। এটি অস্বীকার এবং বিতর্কিত যে শ্রীমতী অনিতা দেবী (মৃত ব্যক্তি) উক্ত মামলা সম্পত্তির বেনামদার ছিলেন এবং শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃত ব্যক্তি) প্রকৃত মালিক ছিলেন, যেমনটি অভিযোগ করা হয়েছে বা আদৌ। এটি অস্বীকার এবং বিতর্কিত যে এই ধরণের ক্রয় শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃত ব্যক্তি) মামলা সম্পত্তির একচেটিয়া দখলে ছিলেন, যেমনটি অভিযোগ করা হয়েছে বা আদৌ ভাড়া প্রদান এবং কৃষি কাজ করা সহ বিভিন্ন দখলের কাজ করেছিলেন। এটি অস্বীকার এবং বিতর্কিত যে পরবর্তীকালে, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ তারিখের নিবন্ধিত রিলিজ ডিডের মাধ্যমে, শ্রীমতী অনিতা দেবী (মৃত ব্যক্তি) শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃত ব্যক্তি) এর পক্ষে সম্পাদিত হয়েছিল। অনিতা দেবী (মৃতের পর) স্বীকার করেছেন যে শ্রীমতী অনিতা দেবী (মৃতের পর) মামলার সম্পত্তির বেনামদার ছিলেন অথবা মামলার সম্পত্তির জন্য প্রতিদানের টাকা শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃতের পর) দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল, যেমন অভিযোগ করা হয়েছে বা আদৌ। এটি অস্বীকার এবং বিতর্কিত যে শ্রীমতী অনিতা দেবী (মৃতের পর) স্বীকার করেছেন যে শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃতের পর) সর্বদা মামলার সম্পত্তির মালিক ছিলেন অথবা শ্রীমতী অনিতা দেবী (মৃতের পর) কখনও মামলার সম্পত্তির মালিক ছিলেন না, যেমন অভিযোগ করা হয়েছে বা আদৌ ছিল না। এটি অস্বীকার এবং বিতর্কিত যে শ্রীমতী অনিতা দেবী (মৃতের পর) স্বীকার করেছেন যে শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃতের পর) মামলার সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক ছিলেন,

যেমন অভিযোগ করা হয়েছে বা একেবারেই। এই বিবাদীদের দ্বারা জমা দেওয়া নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবেচনা করুন, যা তাত্ক্ষণিক মামলার যথাযথ বিচারের জন্য খুব কার্যকরঃ-

ক. বর্তমান মামলাটি অবমূল্যায়িত করা হয়েছে কারণ বাদীরা মামলার মূল্য মাত্র ৩১,০০০/- টাকা ঘোষণা করেছেন, যেখানে বিবাদীদের পক্ষে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মূল্য মাত্র ২০,০০,০০০/- টাকা। যেহেতু, বাদীরা উক্ত দলিল বাতিলের জন্য আবেদন করেছেন, তাই বাদীদের মামলার মূল্য ২০,০০,০০০/- টাকা করা উচিত ছিল এবং সেই অনুযায়ী আদালতের ফি প্রদান করা উচিত ছিল এবং তা না করে ভুল করেছেন।

খ. বাদীরা বস্তুগত তথ্য গোপন করার জন্য দোষী - এবং তাই তারা এই বিজ্ঞ আদালত থেকে কোনও প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নন।

গ. তাত্ক্ষণিক মামলাটি "রেস জুডিকাটা" নীতি দ্বারাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ বাদীদের উপরের সমস্ত দাবি ইতিমধ্যে বরুইপুরের বিজ্ঞ কোর্ট দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) দ্বারা পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া।

ঘ. এর আগে, শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃতের পর থেকে) ১৯৯২ সালের মালিকানা মামলা নং ৩৫২, বারুইপুরের সিভিল জজ (জুনিয়র বিভাগ) এর বিজ্ঞ আদালতে শ্রী পচা হালদারের (মৃতের পর থেকে) আইনি উত্তরাধিকারী শ্রী মদন চন্দ্র হালদার এবং শ্রী রতন চন্দ্র হালদারের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, যার মাধ্যমে মামলার সম্পত্তির মালিকানা ঘোষণা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

ঙ) প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র এবং নথিপত্র বিবেচনা করার পর এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণ এবং যুক্তি মূল্যায়নের পর, বিজ্ঞ দ্বিতীয় দেওয়ানী জজ (জুনিয়র বিভাগ), বারুইপুর, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ৩০.১১.১৯৯৩ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে মামলাটি খারিজ করে দিতে পেরে সন্তুষ্ট, যার ফলে শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃত) কর্তৃক করা দাবিগুলি অস্বীকার করা হয়েছে।

চ) ৩০.১১.১৯৯৩ তারিখের বিজ্ঞ দ্বিতীয় দেওয়ানী জজ আদালত (জুনিয়র বিভাগ), বারুইপুর কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত রায় এবং আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে, শ্রীমতি সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃত) ১৯৯৩ সালের ১২২ নম্বর টাইটেল আপিল নং, বারুইপুরের বিজ্ঞ সহকারী জেলা জজের কাছে প্রথম আপিল দায়ের করেন।

ছ) তবে, বারুইপুরের বিজ্ঞ সহকারী জেলা জজ, ০১.১০.১৯৯৪ তারিখের তার রায় এবং ডিক্রি অনুসারে, শ্রীমতি সুপ্রভা ব্যানার্জীর (মৃত) দায়ের করা এই আপিল খারিজ করে দিয়েছেন।

জ) অতএব, শ্রীমতী সুপ্রভা ব্যানার্জি (মৃত) কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপিল করেছেন, যা ১৯৯৯ সালের এস.এ.নং ১০৭, যা এখনও চূড়ান্ত রায়ের জন্য বিচারাধীন।

ঝ) বারুইপুরের বিজ্ঞ দ্বিতীয় দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত, যা বিচারিক আদালত এবং বারুইপুরের বিজ্ঞ সহকারী জেলা জজ, যা প্রথম আপিল আদালত, সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং মামলাটি ১৯৮৮ সালের বেনামি লেনদেন (সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকার নিষিদ্ধকরণ) আইনের ধারা ৪(১) দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে সুপ্রভা ব্যানার্জি অর্থাৎ বাদীর মা ১ থেকে ৫ নম্বর মামলার সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক ছিলেন না এবং বাদীদের মামলার সম্পত্তির উপর তাৎক্ষণিক মামলা দায়ের করার কোনও অধিকার, স্বত্বাধিকার নেই।

ঞ) বেনামী সম্পত্তি লেনদেন আইন, ১৯৮৮-এর নিষেধাজ্ঞা অনুসারে বাদীর মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয়। বাদীর মামলাটি উক্ত আইনের অধীনে রক্ষণযোগ্য নয়। দেওয়ানি আদালতের এই তাত্ক্ষণিক মামলাটি গ্রহণ করার কোনও এখতিয়ার নেই কারণ মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয়। বাদী নং ১ থেকে ৫ কথিত আসল মালিক সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাদী নং ৫ থেকে ৯ গীতার রানী দাসের মাধ্যমে দাবি করছেন। বাদী নং ১ থেকে ৯ উক্ত সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কোনও অধিকার অর্জন করেননি। কথিত নাদাবি দলিল সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে কোনও অধিকার তৈরি করেনি কারণ সংবিধি অনিতা দেবীর কোনও অধিকার নষ্ট করে দেয়নি কারণ আইনে একটি শিরোনাম প্রেরণের জন্য একটি দলিল প্রয়োজন। উক্ত সুপ্রভা ব্যানার্জি মামলা সম্পত্তির দখলে ছিলেন না অনিতা দেবী ক্রেতা হিসাবে ক্রয় করার পর থেকে উক্ত জমির দখলে ছিলেন। যে অনিতা দেবীর ক্রয়ের কারণে উক্ত দলিলটিতে প্রয়োগযোগ্য মালিকানা রয়েছে। উক্ত ত্যাগপত্রটি বাদীর পূর্বসূরীর পক্ষে কোনও শিরোনাম তৈরি করে না। অনিতা দেবীর বেনামীতে সুপ্রভা ব্যানার্জির দ্বারা ক্রয়ের বাদী মামলার কোনও ভিত্তি নেই। বেনামী সংশোধনের আগে বেনামী লেনদেন নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮৮ ০১.১১.২০১৬-এ দাবি করে কোনও মামলা কার্যকর করা যাবে না এবং -এর পরে

দাবিটিও রক্ষণযোগ্য নয়। পূর্বে বলা হয়েছিল মামলাটিও আইনের নিষেধাজ্ঞার কারণে ব্যর্থ হয়েছে।

এখন সংশোধনী আবেদনের ১ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ এ, বি , সি , ডি, ই, এফ, জি, এইচ, ১ এবং জে পর্যালোচনার পর মনে হবে যে এই অনুচ্ছেদগুলি মামলার বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ দেয়। তবে অনুচ্ছেদ-৮-এর প্রস্তাবিত সংশোধনীর সাথে লিখিত বিবৃতির মূল অনুচ্ছেদ-৮ বিবেচনা করার পরে -এর অসঙ্গতি দেখা যাবে কিছুটা হলেও।

মূল অনুচ্ছেদ-৮-এ, প্রথম পাঁচটি লাইন নিম্নরূপঃ-

"অভিযোগের ৩ অনুচ্ছেদে দেওয়া বিবৃতি সম্পর্কে, আপনার আবেদনকারী বলেছেন যে তাতে দেওয়া বিবৃতিগুলি সঠিক নয় শুধুমাত্র ০২.০৩.১৯৫৯ তারিখের বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে পাচা হালদার এবং অঙ্কুল কায়াল এর পক্ষে মামলা সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন অনিতা দেবী যিনি সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেনামদার ছিলেন।

প্রস্তাবিত লিখিত বিবৃতির প্রথম পাঁচটি লাইন অনুচ্ছেদ-৮ নিম্নরূপঃ-

"অভিযোগের ৩ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত বিবৃতিগুলির প্রসঙ্গে, বিবাদীরা এতে করা প্রতিটি অভিযোগকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার এবং বিতর্ক করে, এই সত্যটি ব্যতীত যে দ্বারা ২ মার্চ, ১৯৫৯ তারিখের একটি নিবন্ধিত পরিবহন দলিল, মামলা সম্পত্তি স্থানান্তর করা হয়েছিল একজন পাচা হালদার (মৃত হিসাবে) দ্বারা একজনের অনুগ্রহ শ্রীমতী অনিতা দেবী (যেহেতু মৃত)।"

এইভাবে লিখিত বিবৃতি বিক্রির ৯৫ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর প্রথম পাঁচটি লাইনে শ্রীমতী অনিতা দেবীর কাছে পাচা হালদারের লিখিত বিবৃতি বিক্রির কথা স্বীকার করা হয়েছে এবং আগের বিবৃতি 'যিনি শ্রীমতী সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেনামদার ছিলেন' মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি পৃথক রায়ে বিবাদী/আবেদনকারীরা অস্বীকার করতে চেয়েছেন যে অনিতা দেবী (যেহেতু মৃত) শ্রীমতী ব্যানার্জি (যেহেতু মৃত) সুপ্রভার বেনামদার ছিলেন।

এখন বিবেচনার বিষয় হল আবেদনকারী/বিবাদীদের মূল লিখিত বিবৃতির ৮ অনুচ্ছেদে দেওয়া বিবৃতি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা যাতে দাবি করা হয় যে শ্রীমতী অনিতা দেবী সুপ্রভা ব্যানার্জি বেনামদার ছিলেন এবং আরও সংশোধনীর মাধ্যমে তা অস্বীকার করেন।

কিছু বিবৃতি মুছে ফেলার জন্য বিবাদী/আবেদনকারীদের আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কিছু বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা প্রয়োজন যা বাদী স্বীকার করেছেন। বলদেব সিং এবং অন্যান্য বনাম মনোহর সিং এবং অন্যটির ক্ষেত্রে (২০০৬) ৬ এস. সি. সি পি-৪৯৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছে আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"১৪. এখানে আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বাদী কর্তৃক দায়ের করা মামলা-উত্তরদাতা ১ ছিলেন যে স্যুটটি কেনার জন্য তাঁর বাবা-মায়ের কাছে কোনও টাকা ছিল না

সম্পত্তি এবং বাদী-প্রতিবাদী ১ যিনি মূল্য পরিশোধের টাকা দিয়েছিলেন। লিখিত বিবৃতিতে, এই তথ্য অস্বীকার করা হয়েছিল এবং লিখিত বিবৃতিতে আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে মামলার সম্পত্তিটি আসলে তাদের পিতামাতা দ্বারা ক্রয় করা হয়েছিল এবং তাদের নিজস্ব পর্যাপ্ত আয় ছিল। লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদনে বলা হয়েছিল যে মামলার সম্পত্তির মূল্য পরিশোধ করার জন্য বাদী-প্রতিবাদী ১ এর কোনও আয় ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে বাদী-প্রতিবাদী ১ এর পিতামাতার বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করার জন্য পর্যাপ্ত আয় ছিল। সংশোধনের আবেদনে কেবল এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে তাদের পিতামাতার মৃত্যুর পরে, মামলার সম্পত্তি বাদী-প্রতিবাদী ১ এবং বিবাদীদের যৌথ নামে সমান ভাগে রূপান্তরিত হয়েছিল। অতএব, লিখিত বিবৃতিতে করা কিছু স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার দাবি করা হয়েছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি, লিখিত বিবৃতিতে এমন কোনও স্বীকারোক্তি ছিল না যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদন দাখিল করে আপিলকারীরা এই ধরনের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। এটা সত্য যে মূল লিখিত বিবৃতিতে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে যে বিবাদী-আপীলকারী ১ হলেন মামলার সম্পত্তির মালিক এবং তিনিই ধারাবাহিকভাবে দখলে আছেন, কিন্তু আমাদের মতে, আদালতের ক্ষমতা যথেষ্ট বিস্তৃত, যাতে লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদনে মালিকানার বিকল্প দাবি অন্তর্ভুক্ত করে লিখিত বিবৃতি সংশোধনের অনুমতি দেওয়া যায়। তা ছাড়াও, আমাদের মতে, সংশোধনের আবেদনে বর্ণিত তথ্যগুলি আসলে প্রতিরক্ষার মামলার একটি বিশদ বিবরণ ছিল। অতএব, আমাদের মতে, হাইকোর্ট এবং বিচারিক আদালত লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ভুল করেছে কারণ এই ধরনের সংশোধন অনুমোদিত হলে,

এটি বিবাদী আপিলকারীদের লিখিত বিবৃতিতে করা কিছু স্বীকারোক্তি বাতিল করবে। এছাড়াও, এস্ট্রাল্লা রাবার বনাম ড্যাস এস্টেট (পি) লিমিটেড মামলায় আদালত বলেছে যে, প্রমাণ এবং লিখিত বিবৃতিতে কিছু স্বীকারোক্তি থাকলেও, লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদন দাখিলের মাধ্যমে পক্ষগুলির পক্ষে তা ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও, লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদন দাখিলে মাত্র তিন বছরের বিলম্ব প্রত্যাখ্যানের কারণ হতে পারে না, যখন বাদী-প্রতিবাদী ১-এর প্রতি কোনও গুরুতর পক্ষপাত দেখানো হয়নি যাতে অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়।

১৫. আসুন এখন আমরা শেষ ভিত্তিটি গ্রহণ করি যার ভিত্তিতে লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদনটি হাইকোর্টের পাশাপাশি বিচারিক আদালতও প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে অসঙ্গতিপূর্ণ আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। আমরা হাইকোর্টের পাশাপাশি বিচারিক আদালতদ্বারা প্রত্যাখ্যানের ভিত্তিটি উপলব্ধি করতে অক্ষম।লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদনে করা আবেদন এবং বিবৃতিগুলি দেখার পরে, আমরা বুঝতে পারি না যে লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদনকারীদের দ্বারা তাদের আবেদনে কীভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ আবেদন নেওয়া হয়েছে বলে বলা যেতে পারে, - এ আবেদনকারীদের দ্বারা নেওয়া আবেদন ব্যতীত।যৌথ সম্পর্কিত লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদন

মামলা সম্পত্তির মালিকানা। তদনুসারে, তথ্যের ভিত্তিতে, আমরা সন্তুষ্ট নই যে লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদনটি এই ভিত্তিতেও প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এটি ছাড়াও, এটি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে একটি বাদী সংশোধনী এবং একটি লিখিত বিবৃতি সংশোধন অবশ্যই ঠিক একই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় না। এটি সত্য যে কিছু সাধারণ নীতি অবশ্যই উভয়ের জন্য সাধারণ, তবে যে নিয়মগুলি বাদীকে তার যুক্তি সংশোধন করার অনুমতি দেওয়া যায় না যাতে বস্তুগতভাবে পরিবর্তন করা যায় বা তার পদক্ষেপের কারণ বা তার দাবির প্রকৃতি প্রতিস্থাপন করা যায় না তা লিখিত বিবৃতি সংশোধন সম্পর্কিত আইনে কোনও প্রতিরূপ নেই। প্রতিরক্ষার একটি নতুন ভিত্তি যোগ করা বা একটি প্রতিরক্ষা প্রতিস্থাপন বা পরিবর্তন করা পদক্ষেপের একটি নতুন কারণ যোগ করা, পরিবর্তন করা বা প্রতিস্থাপনের মতো একই সমস্যা উত্থাপন করে না। তদনুসারে, লিখিত বিবৃতি সংশোধনের ক্ষেত্রে, আদালতগুলি অভিযোগের চেয়ে লিখিত বিবৃতি সংশোধনের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও উদার হতে আগ্রহী এবং পক্ষপাতের প্রশ্নটি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম পরেরটির তুলনায় আগেরটিতে একই কঠোরতা সহ।

১৬. এই অবস্থানের কারণে, আমরা মনে করি যে লিখিত বিবৃতিতে বিবাদীদের দ্বারা অসঙ্গতিপূর্ণ আবেদন উত্থাপিত হতে পারে, যদিও অভিযোগের ক্ষেত্রে এটি অনুমোদিত নাও হতে পারে। মোদী এস. পি. জি. এবং ডব্লিউ. ভি. জি. মিলস বনাম লাধা রাম এবং কো. এই নীতিটি এই আদালত দ্বারা উচ্চারণ করা হয়েছে যেখানে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে অসঙ্গতিপূর্ণ বা বিকল্প আবেদনগুলি হতে পারে

লিখিত বিবৃতিতে করা হয়েছে। তদনুসারে, হাইকোর্ট এবং বিচারিক আদালত এই রায় দিতে ভুল করেছিল যে বিবাদী-আপিলকারীদের তাদের অসঙ্গতিপূর্ণ আবেদন করার অনুমতি নেই প্রতিরক্ষার।"

১৯৯২ সালের ২২ ..... দেওয়ানি মামলা ৪২৪ (এইচপি) মামলায়, মাননীয় হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভিন্ন মামলা প্রবর্তন অনুমোদিত নয়। যখন বিবাদী একটি যৌথ লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে সংশোধনীর মাধ্যমে কোনও নির্দিষ্ট বিবাদীকে ভাড়াটে হিসেবে স্বীকার করে, তখন তারা সেই নির্দিষ্ট বিবাদীর পক্ষে ভাড়াটিয়া অস্বীকার করতে পারে না। যখন প্রস্তাবিত সংশোধনীর ফলে মূল আবেদনে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা হয়, তখন সংশোধনীটি নিষিদ্ধ।

মা শোয়ে মিয়া বনাম মং মো হানুং-এর ক্ষেত্রে রিপোর্ট করা হয়েছে এ আই আর ১৯২২ পি. সি . ২৪৯-এ এটি প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা নিম্নরূপ পালন করা হয়েছিলঃ

"আদালতের সমস্ত নিয়ম ন্যায়বিচারের যথাযথ প্রশাসনকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বিধান ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তাই এটি অপরিহার্য যে সেগুলি সেই উদ্দেশ্যে পরিবেশন করা এবং অধীনস্থ হওয়া উচিত, যাতে সংশোধনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা অবশ্যই উপভোগ করা উচিত এবং সর্বদা উদারভাবে প্রয়োগ করা উচিত, তবে তা সত্ত্বেও কোনও ক্ষমতা নেই এখনও দেওয়া হয়নি যাতে কর্মের একটি স্বতন্ত্র কারণ হতে পারে

সংশোধনীর মাধ্যমে অন্যটির জন্য প্রতিস্থাপিত,পরিবর্তন করা হবে না মামলার বিষয়বস্তু।"

এস্ট্রাল্লা রাবার বনাম দাস এস্টেট (পি) লিমিটেডের ক্ষেত্রে ৩ (২০০১) ৮ এস. সি. সি পি. ৯৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ

৮. আইনগতভাবে এটা মোটামুটিভাবে স্থির করা হয়েছে যে, আদেশ ৬, বিধি ১৭ এর অধীনে আবেদনপত্রের সংশোধন অনুমোদিত হবে যদি এই ধরনের সংশোধনী পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের যথাযথ ও কার্যকর বিচারের জন্য এবং বিচারিক কার্যক্রমের বহুবিধতা এড়াতে প্রয়োজন হয়, যেমন কিছু শর্ত সাপেক্ষে যেমন সংশোধনের ফলে অন্য পক্ষের প্রতি অবিচার না হওয়া; সাধারণত, মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, একজন বাদীর উপর নির্দিষ্ট অধিকার প্রদানের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি একজন আসামী কর্তৃক সংশোধনের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা সম্ভব হয় না, যার ফলে বাদীর অধিকারের প্রতি ক্ষতি হয়। কিছু পরিস্থিতিতে, একটি পক্ষের মূল্যবান অর্জিত অধিকার হরণ করার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব করে একটি সময়সীমার দাবি উত্থাপন করা যাবে না। তবে, সংশোধনী আবেদন করতে কেবল বিলম্বই সংশোধন প্রত্যাখ্যান করার জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ বিলম্ব অর্থের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে। সংশোধনী তখনই অনুমোদিত যখন এটি বিপরীত পক্ষের প্রতি গুরুতর ক্ষতি না করে।

এ. কে. গুপ্ত এবং সন্স লিমিটেড বনাম দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এ. আই. আর ১৯৬৭ এস. সি ৯৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"কোনও সন্দেহ নেই যে, সাধারণ নিয়মটি হল যে কোনও পক্ষকে সংশোধনীর মাধ্যমে কোনও নতুন মামলা বা পদক্ষেপের নতুন কারণ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয় না, বিশেষত যখন নতুন মামলা বা পদক্ষেপের কারণ সম্পর্কিত কোনও মামলা নিষিদ্ধ করা হয়। ওয়েলডন বনাম নীল" তবে এটিও স্বীকৃত যে, যেখানে সংশোধনীটি কোনও নতুন পদক্ষেপের কারণ যোগ করে না বা অন্য কোনও মামলা উত্থাপন করে না, তবে একই তথ্যের জন্য আলাদা বা অতিরিক্ত পদ্ধতির চেয়ে বেশি কিছু নয়, সংশোধনীটি সীমাবদ্ধতার বিধিবদ্ধ সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও অনুমোদিত হবেঃ চরণ দাস বনাম আমির খান এবং এল. জে. লিচ এবং কো লিমিটেড. বনাম জার্ডিন স্কিনার এবং কো দেখুন।

এই আদালত একই রায়ে আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, অভিযোগ সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিগুলি লিখিত বিবৃতি সংশোধনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য এবং আদালত লিখিত বিবৃতি সংশোধনের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও উদার কারণ সেই ক্ষেত্রে কুসংস্কারের প্রশ্নটি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম। এটি আরও বলা হয়েছে যে বিবাদীকে প্রতিরক্ষায় বিকল্প আবেদন করার অধিকার রয়েছে যা, তবে, একটি সাপেক্ষে। ব্যতিক্রম যে প্রস্তাবিত সংশোধনী দ্বারা অন্য পক্ষের উচিত গুরুতর অবিচারের শিকার হবে না এবং যে কোনও স্বীকারোক্তি করা হবে বাদীর পক্ষে তাকে অধিকার প্রদান করা প্রত্যাহার করা হয় না।“

অভিযোগের ৩ নং অনুচ্ছেদ এবং লিখিত বিবৃতির ৮ নং অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিবাদীরা তাদের লিখিত বিবৃতিতে অভিযোগের ৩ নং অনুচ্ছেদে উত্থাপিত অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন, '২.০৩.১৯৫৯ তারিখের বিক্রয় দলিল ব্যতীত বলা হয়েছে যে, পোচা হালদার এবং অনুকুল কোয়েল মামলার সম্পত্তি অনিতা দেবীর অনুকূলে হস্তান্তর করেছেন যিনি সুপ্রভা ব্যানার্জীর দাতা ছিলেন।' একই সাথে, ৮ নং অনুচ্ছেদের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা স্পষ্ট যে সুপ্রভা ব্যানার্জী অর্থাৎ বাদীর মা ১ থেকে ৫ নং অনুচ্ছেদের মামলার সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক ছিলেন না এবং মামলার সম্পত্তির উপর বাদীদের তাৎক্ষণিক মামলা দায়ের করার কোনও অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ নেই। সুতরাং, দায়ের করা লিখিত বিবৃতির ৮ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বিবৃতি পড়ার পর দেখা যাবে যে, বিবাদীরা সুপ্রভা ব্যানার্জী এবং বাদীদের মালিকানা অস্বীকার করার কারণে অনিতা দেবীকে সুপ্রভা ব্যানার্জীর দাতা বলে স্বীকার করেননি। সুতরাং, আইনের যে বিষয়টির উপর এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন, তা হলো, আসামীকে কি 'সুপ্রভা ব্যানার্জীর অনুগ্রহদাতা কে ছিলেন' এই বাক্যটি বাদ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত? অভিযোগের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে থাকা বিবৃতির প্রেক্ষিতে, আসামীরা স্পষ্টভাবে এতে করা প্রতিটি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বিতর্ক করেছেন, কেবল এই বিষয়টি বাদ দিয়ে যে, একজন

১৯৫৯ সালের ২য় মার্চ তারিখের নিবন্ধিত পরিবহন দলিলটি পচা হালদার (মৃত থেকে) একজন ব্যক্তির পক্ষে হস্তান্তর করেছিলেন। অনিতা দেবী (মৃত থেকে), যিনি শ্রীমতী সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেনামদার ছিলেন, এবং অনিতা দেবীকে বেনামদার হিসাবে অস্বীকার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদনে বিবাদীরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে লিখিত বিবৃতি খসড়া এবং দাখিল করার সময় বিবাদী নম্বর ১,২ এবং ৩ তাদের উকিলকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি সরবরাহ করতে পারেনি এবং তারা তাদের বিদ্বান কে যথাযথ নির্দেশ দিতে পারেনি। বিতর্কিত বিষয়টির যথাযথ বিচারের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে সেই ভুল বা বাদ দেওয়া বিষয়গুলিও সনাক্ত করতে পারেনি এমন কিছু তথ্যের ক্ষেত্রে উকিল। বাদী নং ১,২ এবং ৩ দ্বারা আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে শুধুমাত্র তাদের বিজ্ঞ উকিলের সাথে পরামর্শের সময় ৩০.০৮.২০১৭-এ তারা সেই ভুলগুলি সনাক্ত করেছে যা এর আগে সনাক্ত করা যায়নি। এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বিবাদী সংখ্যা ১,২ এবং ৩ দ্বারা অধ্যবসায়ের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে উক্ত ত্রুটিটি নির্ধারণ করা যায়নি।

যদিও বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় ঘোষণায় বলা হয়েছে যে একবার ভর্তি করা হলে তা প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, তবে এর অর্থ এই নয় যে একবার ভর্তি করা হলে কোনও পরিস্থিতিতে তা প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এটি ক্ষমতা এবং ভর্তি করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা আদালতের কর্তব্য

দ্বিতীয়ত, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা অসাবধানতার সঙ্গে স্বীকারোক্তি গ্রহণ এবং সংশোধনীর জন্য সৎভাবে আবেদন করার ক্ষেত্রে পক্ষের পক্ষ থেকে যথাযথ অধ্যবসায় ছিল কি না, তৃতীয়ত, যে বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে সংশোধনী চাওয়া হয়েছে, তিনি ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অপূরণীয় ক্ষতি ও ক্ষতির সম্মুখীন হবেন কি না। যেহেতু ভর্তি চূড়ান্ত প্রমাণ নয় এবং আদালতের বিচক্ষণতা রয়েছে যে, অসাবধানতার কারণে ভর্তি প্রত্যাহারের আবেদন এবং সংশোধনী চাওয়া পক্ষটি খারাপভাবে কাজ করছে না, এই ধরনের স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোনও তথ্য প্রমাণ করার জন্য আদালতের বিচক্ষণতা রয়েছে এই ধরনের সংশোধনীর অনুমতি দেওয়ার জন্য বিচক্ষণতা।

আদেশ ৮ বিধি ৫ (১)-এ বলা হয়েছে যে, বাদীপক্ষের তথ্যের প্রতিটি অভিযোগ যদি সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার না করা হয় বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দ্বারা অস্বীকার না করা হয়, অথবা আসামীর আবেদনে স্বীকার না করা হয়, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যতীত স্বীকার করা হবে, তবে শর্ত থাকে যে আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে কোনও প্রয়োজন হতে পারে এই ধরনের সত্য এই ধরনের স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্যভাবে প্রমাণিত হবে।

উপ-বিধি-২-এ বলা হয়েছে যে, যেখানে বিবাদী কোনও আবেদন দায়ের করেননি, সেখানে আদালতে বাদীভুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করা বৈধ হবে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যতীত, তবে আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে এর জন্য এই ধরনের কোনও তথ্য প্রমাণ করা প্রয়োজন।

এইভাবে দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ-৮-এর বিধি ৫-এর উপ-বিধি ১ এবং ২-এ থাকা বিধানগুলি সরলভাবে পড়ার পরে, যা আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতাকে একটি স্বীকৃত তথ্য প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা প্রদান করে, এটি অনুমান করার ভিত্তি দেয় যে আদালতের সংশোধনীর অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে যা ভর্তি প্রত্যাহারের প্রভাব রয়েছে তবে শর্ত থাকে যে এই জাতীয় ভর্তি অসাবধানতার কারণে করা হয়েছে এবং স্বতঃস্ফূর্ত বা প্রয়োজনীয় প্রভাবের কারণে নয়। এই জাতীয় প্রার্থনা বিবেচনা করার সময় আদালতগুলিকে দেখতে হবে যে সংশোধনী চাইছে এমন পক্ষ যথাযথ অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করেছে এবং কার্যধারা বিলম্বিত করার জন্য খারাপভাবে কাজ করছে না। তাত্ক্ষণিক বিষয়ে মূল বিতর্কটি হল বিবাদী/আবেদনকারীদের এই আবেদনগুলি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা যে অনিতা দেবী সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেনামদার ছিলেন। এই বিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রথমে অভিযোগের ৩ অনুচ্ছেদে থাকা অভিযোগটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, বাদী অভিযোগ করেছেন যে অনিতা দেবী সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেনামদার ছিলেন এবং তাই কোনও বিবাদীদের বিরুদ্ধে বেনামদারের অভিযোগ নেই। যখন বিবাদী নং ১,২ এবং ৩ মামলা সম্পত্তি কিনেছিলেন তখন বিবাদীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা অনিতা দেবী এবং আইনী উত্তরাধিকারী অর্থাৎ বিক্রেতার কাছ থেকে নথি সহ কিছু তথ্য পেয়েছেন। এইভাবে যখন মামলার সম্পত্তি পাচা হালদার দ্বারা সরাসরি ১,২ এবং ৩ নম্বর বিবাদীদের কাছে হস্তান্তর করা হয় না, বরং অনিতা দেবীর কাছে হস্তান্তর করা হয়, যাঁকে বাদীরা বলে অভিযোগ করেছেন। সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেনামদার এবং বিবাদীরা পেয়েছে

অনিতা দেবীর কাছ থেকে ক্রয় করা মামলা সম্পত্তি এটি দাবি করা যায় না যে অনিতা দেবী বেনামদার হওয়ার বিবৃতিটি বিবাদীদের জ্ঞানের কাছে সত্য ছিল যখন লিখিত বিবৃতির হলফনামায় উল্লিখিত বিবাদীরা ৮ অনুচ্ছেদে দেওয়া বিবৃতিগুলিকে জ্ঞানের সাথে সত্য বলে নির্দিষ্টভাবে যাচাই করেনি বরং যাচাইকরণটি সাধারণ প্রকৃতির যা পুরো লিখিত বিবৃতিটি জ্ঞান এবং বিশ্বাসের সাথে সত্য বলে উল্লেখ করে। সুতরাং যদি বিবাদী/আবেদনকারীরা যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে অনিতা দেবী সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেনামদার ছিলেন তবে এটি তথ্যের ভিত্তিতে হতে পারে। কার্যধারার একটি পক্ষের আদালতের সামনে সত্য কথা বলা কর্তব্য। সুতরাং, মামলার তথ্য সম্পর্কে কোনও পক্ষের জ্ঞাতিতে যা-ই থাকুক না কেন, তা প্রকাশ করা তার কর্তব্য। তবে, সংগৃহীত কিছু তথ্য যা নথি দ্বারা সমর্থিত নয়, সে সম্পর্কে কোনও পক্ষের সেই তথ্যের ভিত্তিতে বিবৃতি প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে যা আবেদন দাখিলের পরে তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করেন না। অতএব, যখন অসাবধানতার কারণে আবেদন করা হয় তখন যে পক্ষ দ্বারা এই ধরনের আবেদন করা হয় সে তা প্রত্যাহার করার অনুমতি চাইতে পারে। কোনও আদালতে বা কোনও কর্তৃপক্ষের সামনে তার বিরুদ্ধে আনা পদক্ষেপকে রক্ষা করা কোনও ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। সুতরাং সমস্ত ব্যক্তিকে তাদের মামলা রক্ষা করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া উচিত। অতএব, অসাবধানতার কারণে যদি যুক্তিগুলিতে কোনও ভুল করা হয় তবে তা সংশোধন করার সুযোগ দেওয়া উচিত। কোনও ভর্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা হয় নাকি এর কারণে হয়

অসাবধানতার সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রথমত, সমগ্র আবেদন গ্রহণ করার পরে পক্ষের করা আবেদনের প্রকৃতি থেকে, দ্বিতীয়ত সংশোধনের আবেদনে নেওয়া ত্রুটিগুলি এবং তৃতীয়ত এই ধরনের স্বীকৃতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্য বা সত্য তথ্য এবং বিশ্বাস হিসাবে যাচাই করা হয়েছে কিনা।

তাৎক্ষণিক বিষয়ে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের প্রকৃতি এবং সংশোধনের জন্য আবেদনের লিখিত বিবৃতিতে বিবাদী/আবেদনকারীদের দ্বারা করা আবেদনের প্রকৃতি বিবেচনা করার পরে এই আদালতের অভিমত যে 'যিনি বেনাম ছিলেন' যুক্তিগুলি অসাবধানতার কারণে করা হয়েছে এবং বিবাদী/আবেদনকারীদের ন্যায়বিচারের স্বার্থে যুক্তিগুলি সংশোধন করার অনুমতি দেওয়া উচিত কারণ এই ধরনের সংশোধনী বাদীদের জন্য গুরুতর কুসংস্কার সৃষ্টি করবে না। তবে, প্রস্তাবিত সংশোধনীর তফসিলে উল্লিখিত অন্যান্য যুক্তিগুলির ক্ষেত্রেও সেগুলি অনুমোদিত করা উচিত, কারণ সেগুলি প্রয়োজনীয় পক্ষগুলির মধ্যে বিতর্কের প্রকৃত প্রশ্ন নির্ধারণ করতে।

তথ্য ও পরিস্থিতিতে এই সংশোধনমূলক আবেদন অনুমোদিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ২৪ জন দেওয়ানী জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন) কর্তৃক ২০১৭ সালের ১২৪ নম্বর শিরোনাম মামলা হিসাবে পাস করা ৩১.০৭.২০১৮ তারিখের আদেশটি বাতিল করা হয়েছে। আবেদনকারী/বিবাদী নং ১, ২ এবং ৩ প্রস্তাবিত সংশোধনীটি কার্যকর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে পূজা ছুটির ২ সপ্তাহের মধ্যে এর খরচ প্রদান সাপেক্ষে

বাদীদের ৩,০০০/- টাকা (তিন হাজার টাকা)। তবে, এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এই আদালত মামলার যোগ্যতার দিকে নজর দেয়নি এবং সমস্ত পয়েন্ট বিচারিক আদালতের সামনে খোলা থাকে।

এই আবেদন্টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

যেহেতু মামলাটি প্রায় ছয় বছর ধরে বিচারাধীন রয়েছে বিচারককে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

[বিশ্বরূপ চৌধুরী, বিচারপতি]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal